বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)

বাড়ি নং-১/৮, ব্লক-জি, লালমাটিয়া

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

www.ccdabd.org

সূচিপত্র

বিবরণ		পাতা নম্বর
▪ মূখবন্ধ	.....	১
▪ সিসিডিএ'র রূপকল্প, লক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্য	.....	২
▪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল	.....	২
▪ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্য, আইনগত ভিত্তি	.....	২
▪ রেগুলেটর ও উন্নয়ন সহযোগী	.....	৩
▪ নেটওয়ার্ক সহযোগী	.....	৩
▪ প্রধান লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	.....	৪
▪ পরিচালন পদ্ধতি	.....	৪
▪ পরিষেবা ব্যাপ্তি বা কাভারেজ	.....	৬
▪ জেলা ভিত্তিত শাখা অফিস, জনবল তথ্য	.....	৭
▪ চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প	.....	৭
▪ কর্মসূচি ভিত্তিক তথ্য, ঋণ কার্যক্রম	.....	৯
▪ সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন কার্যক্রম	.....	১২
▪ ঋণ কার্যক্রমের বকেয়া	.....	১৩
▪ অবলোপনকৃত ঋণের তথ্য	.....	১৩
▪ ঋণ ঝুঁকি তহবিল সেবা কার্যক্রম	.....	১৩
▪ সমৃদ্ধি কর্মসূচি	.....	১৪
▪ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	.....	১৫
▪ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)	.....	১৬
▪ প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন ও প্রচলিত মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প (পেস-এডিশনাল)	.....	১৭

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

বিবরণ		পাতা নম্বর
▪ প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প	.....	১৮
▪ রিকভারী এন্ড এডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)	.....	১৮
▪ নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ প্রকল্প (আরএমটিপি)	.....	২০
▪ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এমএফসিই)	.....	২০
▪ স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল লোন এন্ড লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট	.....	২১
▪ কৈশোর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	.....	২১
▪ মুক্তিযুদ্ধ: স্মৃতি, গৌরব ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি	.....	২১
▪ শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি	.....	২২
▪ স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম	.....	২৩
▪ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম	.....	২৩
▪ স্ট্রেনদেন্ড এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (সিমস্) প্রকল্প	.....	২৪
▪ কর্মীদের তহবিল ভিত্তিক সুবিধার তথ্য	.....	২৫
▪ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা	.....	২৬
▪ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর	.....	২৮

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

মুখবন্ধ

সুষম ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থা **"সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)"** এবার তেত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ করে কতিপয় মুক্তিযোদ্ধার উদ্যোগে শুরু করা সংগঠন আজ বাংলাদেশের ১২টি জেলায় অত্যন্ত সুনামের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে নিবেদিত আছে। আমাদের এই পথচলায় সিসিডিএ সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ, সাবেক ও কর্মরত কর্মীবৃন্দ, দাতা সংস্থাসমূহ, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, বীরমুক্তিযোদ্ধা ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র/ছাত্রীসহ সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতায় সিসিডিএ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সিসিডিএ'র এই অর্জনে বিশেষভাবে স্বরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের সহকর্মী প্রয়াত সুকুমার দেবরায়সহ প্রয়াত অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের। আজকের এই দিনে তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি।

সংগঠনের ভিশন মিশন ও মূল্যবোধকে ধারণ করে সিসিডিএ সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী ও কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/ প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে সিসিডিএ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মানবাধিকার, সুশাসন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ অভিবাসন সেক্টরে কাজ করছে।

তথ্য প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), আইওটি (ইন্টারনেট অফ থিংকস), ই-কমার্স ইত্যাদি প্রযুক্তি নির্ভর সৃজনশীল বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে সিসিডিএ উদ্ভাবনী মূলক একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচিসমূহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উৎপাদনমূখী খাতে কর্মসংস্থানসহ ব্যাপক অবদান রাখছে। সিসিডিএ'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ভিশন ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসেবে রুপান্তরে সিসিডিএ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

কালের পরিক্রমায় সিসিডিএ আরো একটি বছর অতিক্রম করেছে। কার্যক্রমের পূর্বের ধারা বহাল রেখে সমাপ্ত বছরেও সিসিডিএ অনুকরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সংস্থার বাস্তব চিত্র সম্পর্কে শুভানুধ্যায়ীদের সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি। এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক চিত্রের পাশাপাশি গৃহীত কর্মসূচিসমূহ ও সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে। প্রতিবেদনে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি, প্রদত্ত পরিষেবা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও আর্থিক উপাদানগুলিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মৌলিক মূল্যবোধের অংশ হিসেবে আমরা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারকে প্রধান্য দিয়ে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় সিসিডিএ পরিবার আরো নতুন উচ্চতায় পদার্পন করবে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

মোঃ আব্দুস সামাদ
সদস্য সচিব, কার্যনির্বাহী পরিষদ

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সিসিডিএ'র রূপকল্প

আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠন।

সিসিডিএ'র লক্ষ্য

লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে সমাজে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের নিশ্চয়তাসহ মৌলিক মানবাধিকার উন্নয়নে ভূমিকা পালন।
- কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পুঁজি গঠন।
- সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টি।
- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, টেকসই কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন।
- সুশাসন ও মূল্যবোধের উন্নয়ন।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল

টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন সিসিডিএ'র অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে সংস্থা নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ কর্মসূচি ও পরিসেবা গ্রহণ করে। ঋণ কার্যক্রম, প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, পানি-স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, কৃষি-মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, পরিবেশ ও জলবায়ু উন্নয়ন, ইউনিয়ন ভিত্তিক সামগ্রিক সেবা, নিরাপদ অভিবাসন, প্রশিক্ষণ ও কর্ম-সংস্থানসহ আয় বর্ধনমূলক দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম	সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)
নির্বাহী পরিচালক ও ফোকাল পার্সন	মোঃ আব্দুস সামাদ
প্রধান কার্যালয়	বাড়ি- ১/৮, ব্লক-জি, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন	+৮৮০ ২-৪১০২২৮৮৫
মোবাইল	+৮৮০ ১৭১৪-১৬৬১২৫
ই-মেইল	ccdabd@yahoo.com
ওয়েব সাইট	www.cdabd.org
ফেসবুক আইডি	https://www.facebook.com/ccdaBD

আইনগত ভিত্তি

ক্রম. নং	রেজিষ্ট্রেশন তথ্য	রেজিষ্ট্রেশন নং	রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণের তারিখ
১	সমাজসেবা অধিদপ্তর	কুমি-৩৭৮/৯০	২২.০৭.১৯৯০
২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	১০১০	১১.০২.১৯৯৬
৩	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	০১০৩২-০১৭৮৮-০০২৪৫	১৪.০৫.২০০৮
৪	আয়কর রেজিষ্ট্রেশন	৬৯৯৬০০৫৬২৭০৪	০২.০১.২০১৪
৫	ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন	০০০৬০৮৯৭৪-০২০১	০১.০৯.২০১৯

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

রেগুলেটর ও উন্নয়ন সহযোগী

নেটওয়ার্ক সহযোগী

- নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন, রেসপন্স এন্ড প্রিপেয়ার্ডনেস এক্টিভিটিজ অন ডিজাস্টার (নিরাপদ)
- ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
- খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
- ম্যাক ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা
- পিপল্স হেলথ্ মুভমেন্ট বাংলাদেশ (পিএইচএম)
- বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস্

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

প্রধান লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী

সিসিডিএ দরিদ্র, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের উন্নয়নে কাজ করলেও শুরু থেকে এটি সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে আসছে। তবে যে কোনভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রধান উন্নয়ন সহযোগি হিসেবে কাজ করছে।

পরিচালন পদ্ধতি

সাধারণ পরিষদ

কাঠামোগত দিক থেকে সাধারণ পরিষদ সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম। ফলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে প্রাথমিকভাবে সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক পেশাজীবী থেকে প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট নাগরিক সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় সিসিডিএ-র সকল কর্মকান্ড মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, আয়-ব্যয় ও বাজেট অনুমোদন করেন। সাধারণ পরিষদ প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেন। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৭ই জানুয়ারী ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ২৪শে জুন ২০২৩ তারিখ বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ পরিষদ সদস্যগণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১	জনাব মুজিবর রহমান	১৬	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্লাহ
২	জনাব তবারক হোসেইন (এ্যাডভোকেট)	১৭	জনাব মোঃ শাহজাহান
৩	জনাব মুহাম্মদ ইমদাদুল হক (এফসিএ)	১৮	জনাব মোঃ আবুল কাশেম
৪	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ	১৯	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ভূঞা
৫	জনাব আব্দুর রহিম খান (রুবেল)	২০	জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন ভূঞা
৬	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	২১	জনাব নজরুল ইসলাম
৭	মিসেস আভা দত্ত	২২	মিসেস আয়েশা খাতুন
৮	মিসেস শামছুন নাহার হোসেইন	২৩	মিসেস মাহবুবা বেগম নিরু
৯	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন	২৪	জনাব মোঃ ওসমান গনি
১০	জনাব মলয় কান্তি সরকার	২৫	জনাব সাইফুল ইসলাম খোকন
১১	জনাব পার্থ সারথি চক্রবর্তী	২৬	জনাব মোঃ মঈন উদ্দীন
১২	জনাব মাহবুব জামান	২৭	জনাব খন্দকার আনোয়ার হোসেন
১৩	ড. নিতাই কান্তি দাস	২৮	জনাব এম.এ.মতিন
১৪	অধ্যাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম	২৯	ড. মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম
১৫	জনাব প্রদীপ রঞ্জন দেবরায়		

কার্যনির্বাহী পরিষদ

সিসিডিএ'র আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও বাস্তবায়নের জন্য ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ আছে। কার্যনির্বাহী পরিষদ যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করেন। প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে থেকে নির্বাচন পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সদস্য সচিব, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য নির্বাচিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সংস্থার গঠনতন্ত্র ও রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক নিয়মিত সভা ও বিশেষ সভার আয়োজন করেন। পরিকল্পনা ও পরিচালন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন করেন। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৭ই জানুয়ারী ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ০৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে, যার মেয়াদ ২০২৩ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত। বিগত অর্থবছর অর্থাৎ জুলাই ২০২২ থেকে ৩১শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করা হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ নিম্নরূপঃ

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	পদবী
১	জনাব মুজিবর রহমান	সভাপতি
২	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ	সদস্য সচিব
৩	মিসেস আভা দত্ত	কোষাধ্যক্ষ
৪	জনাব আব্দুর রহিম খান (রুবেল)	সদস্য
৫	মিসেস শামছুন নাহার হোসেইন	সদস্য
৬	জনাব প্রদীপ রঞ্জন দেবরায়	সদস্য
৭	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্লাহ	সদস্য
৮	জনাব মোঃ শাহজাহান	সদস্য
৯	জনাব এম.এ.মতিন	সদস্য

উপদেষ্টা পরিষদ

সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় পেশা ভিত্তিক পরামর্শের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী ও বিশিষ্ট পেশাজীবী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) সদস্যের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিধান রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সংস্থার প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করবেন। সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা না হলেও বর্তমানে একজন উপদেষ্টা রয়েছেন। উপদেষ্টা সদস্যর তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১	জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহম্মদ হিলালউদ্দিন

সাব-কমিটি

সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় কার্যনির্বাহী পরিষদকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ সদস্যদের মধ্য থেকে পেশা ভিত্তিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ সদস্যদের সমন্বয়ে চারটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে । সাব-কমিটিগুলো হচ্ছে ক) অর্থ সাব- কমিটি খ) উন্নয়ন সাব-কমিটি গ) শুদ্ধাচার সাব-কমিটি এবং ঘ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাব-কমিটি। সাব-কমিটির বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল।

ক) অর্থ সাব-কমিটিঃ

সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল আর্থিক বিষয় অর্থ সাব-কমিটি পুংখানুপুংখুভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উত্থাপন করেন। জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ সাব-কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থ সাব-কমিটির সদস্যগণ হলেনঃ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	পদবী
১	জনাব মুহাম্মদ ইমদাদুল হক	আহবায়ক
২	জনাব পার্থ সারথি চক্রবর্তী	সদস্য
৩	মিসেস আভা দত্ত	সদস্য
৪	ড. মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম	সদস্য
৫	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন	সদস্য

খ) উন্নয়ন সাব-কমিটিঃ

সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে উন্নয়ন সাব-কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত উন্নয়ন সাব-কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উন্নয়ন সাব-কমিটির সদস্যগণ হলেনঃ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	পদবী
১	জনাব মলয় কান্তি সরকার	আহবায়ক
২	জনাব আব্দুর রহিম খান (রুবেল)	সদস্য
৩	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন	সদস্য
৪	জনাব প্রদীপ রঞ্জন দেব রায়	সদস্য
৫	জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	সদস্য

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

গ) শুদ্ধাচার সাব-কমিটিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা অনুযায়ী সংগঠনের সার্বিক কর্মকান্ডে শুদ্ধাচার ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার নীতি পরিপালন প্রয়োজন। সংস্থার কর্মকান্ডে শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শুদ্ধাচার সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে যে কোন ধরনের কার্যক্রমের সঠিকতা ও বাস্তবতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাসহ সকল সভায় নিয়মিত শুদ্ধাচার চর্চা করা হচ্ছে। শুদ্ধাচার সাব-কমিটির সদস্যগণ হলেনঃ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	পদবী
১	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন	আহবায়ক
২	জনাব মোঃ শাহজাহান	সদস্য
৩	জনাব মলয় কান্তি সরকার	সদস্য

ঘ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাব-কমিটিঃ

সিসিডিএ'র কর্মএলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রগতিশীল মননের সৃষ্টি এবং মাদক বিরোধী মনোভাব তৈরী করে ক্রীড়ামূখী মানসিকতায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সৃজনশীল ও সৃষ্টিধর্মী কাজে মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সরকার ঘোষিত বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনসহ প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেষণা দেয়া হয়। সংস্থার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাব-কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সাব-কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাব-কমিটির সদস্যগণ হলেনঃ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	পদবী
১	মিসেস আয়েশা খাতুন	আহবায়ক
২	মিসেস শামসুন নাহার হোসেইন	সদস্য
৩	জনাব প্রদীপ রঞ্জন দেব রায়	সদস্য
৪	মিসেস আভা দত্ত	সদস্য

পরিষেবা ব্যাপ্তি বা কাভারেজ

সিসিডিএ দেশের অন্যতম উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থা বর্তমানে ১২টি জেলা যথা- কুমিল্লা, ফেণী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, নরসিংদী, গাজিপুর, কিশোরগঞ্জ -এর ৬৯টি উপজেলায় অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

▪ জেলা ১২টি ▪ উপজেলা ৬৯টি ▪ ইউনিয়ন ৫৪২টি ▪ গ্রাম ২৬৭৪টি ▪ অঞ্চল-৭টি	▪ ঋণ কার্যক্রমের শাখা- ৯৪টি ▪ প্রকল্প অফিস-৫টি ▪ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র-১টি ▪ উপানুষ্ঠানিক স্কুল-৩৫টি ▪ গলদা চিংড়ি হ্যাচারী -১টি

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

জেলা ভিত্তিক শাখা অফিস

জেলার নাম	কুমিল্লা	চাঁদপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	হবিগঞ্জ	মৌলভীবাজার	মুন্সিগঞ্জ	নরসিংদী	গাজীপুর	ফেনী	কিশোরগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	ঢাকা
শাখা অফিসের সংখ্যা	৪২	১৩	১১	১০	২	১	৭	১	১	২	৩	১
সর্বমোট ৯৪												

জনবল তথ্য (জুন-২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রম. নং	বিবরণ	মোট	পুরুষ	নারী	নারী কর্মীর আনুপাতিক হার
১.	ঋণ কার্যক্রমে কর্মরত জনবল	৭৫০	৫৮১	১৬৯	২২.৫৩%
২.	প্রকল্পে কর্মরত জনবল	১২২	৫৩	৬৯	৫৬.৫৫%
	মোট জনবল	**৮৭২**	**৬৩৪**	**২৩৮**	**২৭.২৯%**

চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প (২০২২-২৩ অর্থবছর)

ক্রম. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা/জেলা/উপজেলা	
			উপজেলা/শাখা	জেলা
১.	ঋণ কার্যক্রম	জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, সুফলন ঋণ কার্যক্রম	৬৯টি উপজেলা	১২টি জেলা
		লাইভলিহুড রেস্টরেশন লোন (Livelihood Restoration Loan-LRL 1st & 2nd Phase)		
		মাইক্রোফিন্যান্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এমডিপি)		
		মাইক্রোফিন্যান্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম- এডিশনাল ফিন্যান্স		
		নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থায়ন স্কিম		
		স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল লোন এন্ড লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ ও ইজারা অর্থায়ন)		
		কেজিএফ ঋণ কার্যক্রম (কুয়েত গুডউইল ফান্ড)	১৭টি শাখা	২টি জেলা (কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
		মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এমএফসিই)	৬৯টি উপজেলা	১২টি জেলা
		রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রজেক্ট	৩টি উপজেলা	কুমিল্লা
		রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)	৩টি উপজেলা	নরসিংদী

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ক্রম. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা/জেলা/উপজেলা	
			উপজেলা/শাখা	জেলা
২.	সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন কার্যক্রম	সাধারণ সঞ্চয় কার্যক্রম	৬৯টি উপজেলা	১২টি জেলা
		বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম (মাসিক)		
		বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম (এমপি)		
৩.	সমৃদ্ধি কার্যক্রম (ENRICH- Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of their Poverty)	সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম	১টি শাখা	ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়ন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
		জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, আয়বর্ধন ও সম্পদ সৃষ্টি কার্যক্রম		
		কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম		
		স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম		
		প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রম		
		উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম		
		শিক্ষা কার্যক্রম		
		সমৃদ্ধ বাড়ি		
৪.	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কার্যক্রম	পেস এডিশনাল প্রজেক্ট (PACE Additional Project)	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
		সিসিডিএ গলদা চিংড়ি হ্যাচারী		
		সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (Sustainable Enterprise Project –SEP)	৪টি উপজেলা	
		স্ট্রেনথেনিং রেজিলেন্স অফ লাইভস্টক ফার্মার্স থ্রু রিস্ক রিডিউসিং সার্ভিসেস (Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services)	৮টি শাখা	৩টি জেলা কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ
৫.	শিক্ষা কার্যক্রম	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (সমৃদ্ধি)	ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়ন, দাউদকান্দি	কুমিল্লা
		শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষা বৃত্তি) কার্যক্রম	৬৯টি	১২টি জেলা
		বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম		

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ক্রম. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা/জেলা/উপজেলা	
৬.	পানিয় জল ও স্যানিটেশন কার্যক্রম	স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম (Sanitation Development Loan -SDL)	বরুড়া	কুমিল্লা
		বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project -WASH)	৩৭টি শাখা	৮টি জেলা
		কমিউনিটি ম্যানেজড পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (Community Managed Piped Water Supply Project)	পুটিয়া, দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৭.	স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম	সিসিডিএ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	ইলিয়টগঞ্জ দাউদকান্দি	কুমিল্লা
		স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম (সমৃদ্ধি)		
৮.	কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৬৯টি উপজেলা	১২টি জেলা
৯.	বিশেষ কর্মসূচি	ঋণ ঝুঁকি তহবিল সেবা	৬৯টি উপজেলা	১২টি জেলা
		কৈশোর উন্নয়ন কর্মসূচি	দাউদকান্দি, তিতাস	কুমিল্লা
		সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি		
১০.	অভিবাসন কার্যক্রম	স্ট্রেনদেন্ড এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেমস (সিমস) প্রজেক্ট (Strengthened & Informative Migration Systems -SIMS)	৫টি উপজেলা	কুমিল্লা

কর্মসূচি ভিত্তিক তথ্য

ঋণ কার্যক্রম

সিসিডিএ ঋণ কার্যক্রম শুরু করে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে। কিছু দর্শন বা আদর্শগত ভিত্তি থেকে অধিকতর প্রান্তিক ও নানা কারণে মূলধারার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীই ছিল এর প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্য। শুরু থেকেই এটি প্রান্তিক মানুষের জন্য আরো নিবিড় ও অধিকতর টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির তুলনায় লক্ষ্যভুক্ত মানুষের কল্যাণ হচ্ছে কিনা সিসিডিএ'র মূলদৃষ্টি ঐ দিকে। সে বিবেচনায় সিসিডিএ'র ঋণ কর্মসূচি অধিকতর সফল। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিসিডিএ সর্বদা সমন্বিত মডেলকেই অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে আসছে। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহযোগিতার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ধারায় আনার প্রচেষ্টা ছিল। লক্ষ্য বাস্তবায়নে এটি এমআরএ, পিকেএসএফসহ মূল ধারার উন্নয়ন সহযোগিদের আর্থিক, কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা গ্রহণ করেছে অকুণ্ঠভাবে। ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সিসিডিএ কর্মএলাকায়, বিশেষত প্লাবনভূমিসহ স্থানীয় সম্পদের অনন্য ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতের উন্নয়ন মডেল গবেষণায় এটি সংযুক্ত হতে পারে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

১৯৯৩ সালে সিসিডিএ'র ঋণ কর্মসূচির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, যা এখনো চলমান আছে। বর্তমানে ১২টি জেলায় ১,৫২,২৮২ জন সদস্যর পরিবারে ঋণ ও সঞ্চয় পরিষেবা প্রদান করছে। ঋণ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, আর্থিক গতিশীলতা ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা। ঋণ ও সঞ্চয়ের প্রোডাক্ট বৈচিত্র এবং প্রদত্ত পরিষেবা দিয়ে সিসিডিএ সব সময় গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে। সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা এবং গ্রাহকের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সিসিডিএ আপোষহীনভাবে কাজ করে। বিগত কয়েকটি বছর করোনা মহামারীর অভিঘাত ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বিশ্ব অঙ্গনে অর্থনৈতিক অস্থিরতা ঋণ কর্মসূচিকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করলেও সিসিডিএ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা' মোকাবেলা করেছে। খানিকটা বিস্ময়কর হলেও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এসময় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে এটি কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ এবং ঢাকা জেলায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অদূর ভবিষ্যতে সিসিডিএ'র ঋণ কর্মসূচি আরো বেশ কয়েকটি জেলায় বিস্তারের পরিকল্পনা রয়েছে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

বিগত ৫ বছরের সদস্যর ঋনের স্থিতি তথ্য (কোটি টাকায়)

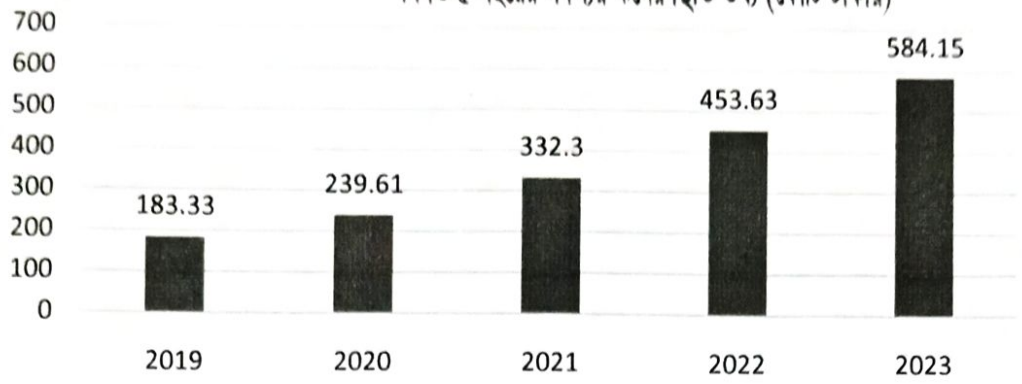

বিগত ৫ বছরের সদস্য সঞ্চয় স্থিতি তথ্য (কোটি টাকায়)

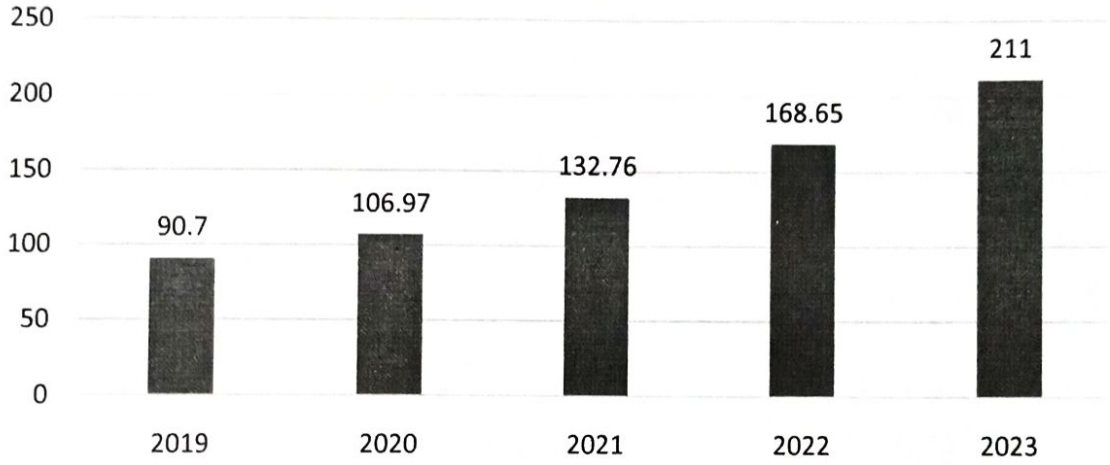

বিগত ৫ বছরের উদ্বৃত্ত তথ্য (কোটি টাকায়)

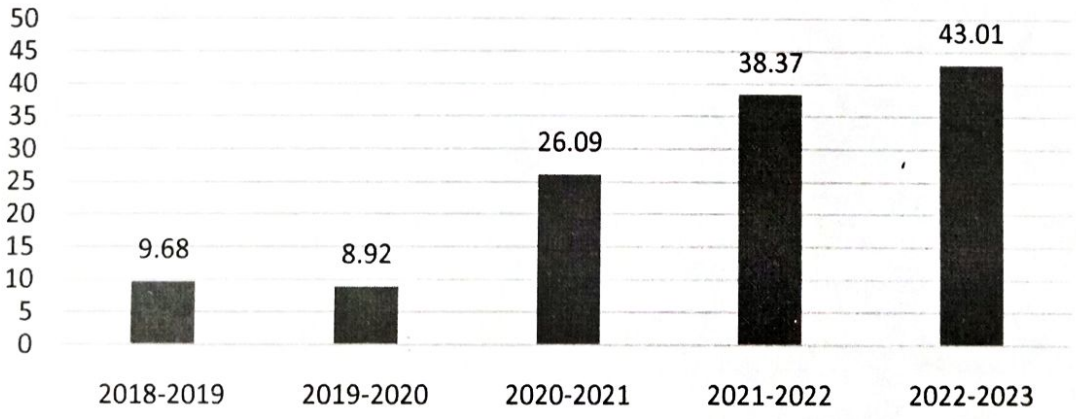

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ঋণ কর্মসূচির সার-সংক্ষেপ (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

- মোট শাখা - ৯৪টি
- মোট সদস্য - ১,৫২,২৮২ জন
- মোট ঋণ গ্রহীতা - ১,০৬,২১৭ জন
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা - ১০৬৯,৩৩,৯৯,০০০ টাকা
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ - ১০৭৭,৩৬,৪৮,৬১৬ টাকা
- ঋণের স্থিতি - ৫৮৪,১৫,০৭,০৯২ টাকা
- সঞ্চয়ের স্থিতি - ২১১,০০,৫৩,২৯৫ টাকা
- এ বছর আদায়ের হার - ৯৮%
- ক্রমাগত আদায়ের হার - ৯৯%
- ঋণ ঝুঁকির হার/ PAR (Portfolio at Risk) - ৬.৫৬%
- পরিচালনগত স্বয়ম্ভরতার হার/OSS (Operational Self Sufficiency) - ১৪৪.৭৪%

সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন কার্যক্রম

সঞ্চয়ের মূল প্রয়োজনীয়তা হল ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতের যে কোন অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই। সঞ্চয় পারিবারিক ও জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ঋণ কার্যক্রমে সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের পুঁজি গঠন ও দুর্যোগকালীন অর্থনৈতিক ঝুঁকি হ্রাস হয়। সদস্যদের দুর্যোগকালীন ঝুঁকি ও পুঁজি গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্থা তিন ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করেছে।

ক) সাধারণ সঞ্চয়ঃ

ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের নির্দিষ্ট অংকের টাকা সপ্তাহে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। সদস্যগণ প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত সাধারণ সঞ্চয় জমা করতে পারেন। বিগত দুই বছরের সাধারণ সঞ্চয়ের তথ্য নিম্নরূপ:

বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর	হ্রাস/বৃদ্ধি
সদস্য সংখ্যা	১,৪৫,৪৫৯	১,৫২,২৮২	৬,৮২৩
সঞ্চয় জমা	৯২,৫৫,২৪,৯২৮	১১৩,৮৪,০২,৮৩৩	২১,২৮,৭৭,৯০৫
সঞ্চয় ফেরত	৬৪,১৭,৬৮,৬৮১	৮৬,৬৮,৬৪,৫৩৩	২২,৫০,৯৫,৮৫২
সঞ্চয় স্থিতি	১৩৬,৪৪,৭৮,৭৫৫	১৬২,৮৭,৭৭,৬৪০	২৬,৪২,৯৮,৮৮৫

খ) বিশেষ সঞ্চয়ঃ

বিশেষ সঞ্চয় একটি মেয়াদি আমানত প্রকল্প। ২০১৪ সাল থেকে এটি চালু আছে। ঋণ কার্যক্রমের সদস্যগণ সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদে মাসিক সঞ্চয় ও এককালীন আমানত জমা করতে পারেন। মাসিক ভিত্তিতে অথবা এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় জমা রেখে মেয়াদ শেষে লাভসহ সঞ্চয় উত্তোলন করা যায়। বিগত দুই বছরের বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ:

বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর	হ্রাস/বৃদ্ধি
সদস্য সংখ্যা	২৭,৮২৯	৩২,৭৮৯	৪,৯৬০
সঞ্চয় জমা	১৫,৭৪,২৩,৭০০	১৮,৭৪,১৭,৯০০	২,৯৯,৯৪,২০০
সঞ্চয় ফেরত	৯,৯৪,৪৫,২২০	১৩,৪১,১৯,৮৮০	৩,৪৬,৭৪,৬৬০
সঞ্চয় স্থিতি	৩০,৪৮,১৭,০০০	৩৫,৭৬,০০,২৬০	৫,২৭,৮৩,২৬০

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

গ) বিশেষ সঞ্চয় -এমপি (মাস ভিত্তিক লভ্যাংশ):

বিশেষ সঞ্চয়_এমপি (মাস ভিত্তিক লভ্যাংশ) একটি স্থায়ী আমানত। আমানতকারীদের স্থায়ী আমানতের/সঞ্চয়ের উপর প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অংকের লাভ প্রদান করা হয়। এটির সর্বোচ্চ সুদ ১১.৫০% এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। আমানতকারী যে কোন সময়ে এটি নগদায়ন করতে পারেন। বিগত দুই বছরের বিশেষ সঞ্চয় (এমপি) কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপ:

বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছর	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর	হ্রাস/বৃদ্ধি
সদস্য সংখ্যা	২৩২	১,১৫৩	৯২১
সঞ্চয় জমা	১,৭৭,২৫,০০০	১২,৫৭,৮৫,০০০	১০,৮০,৬০,০০০
সঞ্চয় ফেরত	২,৩১,৫০০	২,৭৪,৪২,৬৪৫	২,৭২,১১,১৪৫
সঞ্চয় স্থিতি	১,৭৫,৭৮,৮৬৫	১২,৩৬,৭৫,৩৯৫	১০,৬০,৯৬,৫৩০

ঋণ কার্যক্রমের বকেয়া

ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে আছে। তবে মার্চ-২০২০ থেকে করোনা মহামারী এবং পরবর্তী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে ঋণ কার্যক্রমের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এতে করে বিগত কয়েক বছর বকেয়ার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের শ্রেণী ভিত্তিক বকেয়ার তথ্য নিম্নরূপঃ

বকেয়ার শ্রেণী বিভাগ	জুন, ২০২২ পর্যন্ত বকেয়ার তথ্য	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বকেয়ার তথ্য	বকেয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি তথ্য
১ থেকে ৩০ দিনের বকেয়া	৭৩,৭৪,১৪৮	৭৪,৯৭,৭৫০	১,২৩,৬০২
৩১ থেকে ১৮০ দিনের বকেয়া	২,৭০,১৩,৫৩৮	৩,৬৫,১৪,২৮৩	৯৫,০০,৭৪৫
১৮১ থেকে ৩৬৫ দিনের বকেয়া	৫,৫৯,৭৪,২২৩	৪,০৩,১২,৩৩২	-(১,৫৬,৬১,৮৯১)
৩৬৬ তদূর্ধ্ব বকেয়া (কু-ঋণ হিসেবে বিবেচিত)	১৯,৩৭,৩৯,৩৩৪	২১,২৪,০৮,৩১৫	১,৮৬,৬৮,৯৮১
মোট বকেয়া	**২৮,৪১,০১,২৪৫**	**২৯,৬৭,৩২,৬৭৭**	**১,২৬,৩১,৪৩২**

অবলোপনকৃত (রাইট অফ) ঋণের তথ্য

এই পর্যন্ত মোট অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ (টাকা)	জুন ২০২২ পর্যন্ত অবলোপনকৃত ঋণ আদায় (টাকা)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অবলোপনকৃত ঋণ আদায় (টাকা)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আদায় (টাকা)	অবলোপনকৃত ঋণের বর্তমান স্থিতি (টাকা)
২,২৯,০৮,৭৪১	৫,৫০,৪৬৬	৭,৫৫,৭৮৯	২,০৫,৩২৩	২,২১,৫২,৯৫২

ঋণ ঝুঁকি তহবিল সেবা কার্যক্রম

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় দরিদ্র মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়ে থাকে। এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে "ঝুঁকি তহবিল" নামে একটি সেবা চালু আছে। এটিকে ঋণ কার্যক্রমের বীমা সুবিধাও বলা যায়। এই সুবিধার আওতায় সদস্যগণ প্রতিবার ঋণ গ্রহণের সময় প্রতি হাজারে ১০ টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে থাকেন। তহবিলের আওতায়ভুক্ত কোন সদস্য বা তার ঋণ সহযোগীর মৃত্যু হলে ঐ সদস্যের সকল ঋণের স্থিতি বা দায় স্থায়ীভাবে মওকুফ করা হয়। একই সাথে মৃত সদস্য/সহযোগির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তহবিল থেকে এককালীন ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া ঋণ ঝুঁকি তহবিলের আওতায় সদস্যর গবাদি পশু ক্রয় (মৌসুমী ঋণ) ঋণের টাকায় কেনা পশুর মৃত্যু হলে ঋণের স্থিতি/দায় মওকুফ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ঝুঁকি তহবিলের তথ্য নিম্নরূপঃ

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছর			২০২২-২০২৩ অর্থ বছর		
	ঋণ ঝুঁকি তহবিল	গবাদি পশু ঝুঁকি তহবিল	মোট	ঋণ ঝুঁকি তহবিল	গবাদি পশু ঝুঁকি তহবিল	মোট
সদস্য সংখ্যা	১,৪৫,৪৫৯	-	১,৪৫,৪৫৯	১,৫২,২৮২	-	১,৫২,২৮২
প্রিমিয়াম আদায়	৮,৮৭,২২,৫৬০	৫২,৮৮,৮০০	৯,৪০,১১,৩৬০	১১,০৯,১২,৩০৭	৫৭,৮৬,৪১০	১১,৬৬,৯৮,৭১৭
দাবি পরিশোধের সংখ্যা	-	-	৬১২	-	-	৭৭১
দাবি পরিশোধের পরিমাণ	৩,৯২,৪৬,০৭২	১৬,৩১,৬০০	৪,০৮,৭৭,৬৭২	৪,৮৮,৩০,৩৪০	১৫,১১,৮০০	৫,০৩,৪২,১৪০
ঝুঁকি তহবিলের স্থিতি	২,১৩,৯৯,৬১৭	২১,৯৪,২৯,৪২২	২৪,০৮,২৯,০৩৯	৩,০০,৪২,৫৮৪	২৭,৭১,৪৩,০৩২	৩০,৭১,৮৫,৬১৬
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুদান প্রদান			৫,০০,০০০			৭,০০,০০০

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

(ENRICH- Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of their Poverty)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বা ENRICH মূলত একটি বহুমাত্রিক সমন্বয়ধর্মী উন্নয়ন মডেল। আয় বৃদ্ধিকল্পে এটি সবার জন্য প্রযোজ্য। বিশেষত এটি প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সক্ষমতার বিকাশসহ টেকসই মানব উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এটি পিকেএসএফ প্রণীত এবং তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও তত্তাবধানে পরিচালিত একটি বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি। মানুষের সম্ভাবনা ও সক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সিসিডিএ এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে। এ মডেলে প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি ব্যক্তিই উন্নয়নের স্বতন্ত্র ইউনিট এবং যুগপতভাবে একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থার অখন্ড অংশ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে প্রতিটি পরিবার তাদের নিজস্ব চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা করে থাকে এবং প্রকল্পের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কর্মসূচির আওতায় পরিবার ভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে ইউনিয়নের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা যেমন- নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ বহুমাত্রিক পরিষেবা নিশ্চিত করে মানুষের জন্য অধিকতর টেকসই উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারকে সামগ্রিক সহায়তার পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবিক বিকাশ কর্মসূচির সাথে সমন্বয় সাধন করার বিষয়টিকেও সমভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়। তাই বিদ্যমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় আরো কার্যকর মূল্য সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়নের লক্ষ্যভুক্ত পরিবারসমূহকে সিসিডিএ'র নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। একই সাথে নিয়মিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিশুদের ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এ কর্মসূচির একটি প্রধান লক্ষ্য। লক্ষ্য অর্জনে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে/পাড়ায় বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সহায়তামূলক এ পাঠদান কার্যক্রমের কারণে ইউনিয়নে প্রাথমিক পর্যায়ের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং শিশুদের শিক্ষা অর্জনের স্পৃহা তৈরি হয়েছে।

এই কর্মসূচির আরো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ সৃষ্টির সহায়তা হিসেবে বিশেষ সঞ্চয় সৃষ্টি করা। পরিবার ভিত্তিক প্রকল্প পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা করা। সিসিডিএ উল্লিখিত প্রতিটি খাতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির আওতায় তরুণদের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উদ্যোগ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

এলাকার ভিক্ষাবৃত্তির অস্তিত্ব যে কোন মর্যাদাপূর্ণ, সংবেদী ও আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থার বিপরীত একটি চিত্র। ভিক্ষা বৃত্তি নিরোধে এ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির আওতায় এলাকার ভিক্ষুকদের সংগঠিত করে উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরি ও সামাজিক সহযোগিতা প্রদান করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে।

এছাড়াও কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের সংগঠিত করে ভাতা প্রদান, বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নবীনদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নসহ চিন্তা ও ঐতিহ্যের পরম্পরা উন্নয়নে এ কর্মসূচি অবদান রেখে চলেছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি পিকেএসএফ এবং সিসিডিএ'র একটি যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প। ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রকল্পটি অদ্যাবধি চলমান আছে। এই প্রকল্পে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে ৫১,১১,২২৫/-টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪,৯৪,৯৭,১৮৯/-টাকা।

ক্রম. নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জন	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
১	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সংগঠিত সদস্য সংখ্যা	২,৩৯৩ জন	৩৩,৩৮২ জন
২	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ গ্রহীতা সদস্য সংখ্যা	২২৩৩ জন	৩৩,৩৮২ জন
৩	স্ট্যাটিক ক্লিনিক সেবা	৪,১২২ জন	৩০,৭৪৩ জন
৪	স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেবা	১৬৭৬ জন	১৫,০৭৩ জন
৫	স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও বধির ক্যাম্প	৪টি	৩৯টি
৬	চক্ষুক্যাম্প	১টি	৮টি
৭	ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়েছে	১০০০টি	১০,২৯১টি
৮	স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত লিফলেট/পোষ্টার বিতরণ	২০০০টি	২০,২০০টি
৯	শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন	৩৫টি	৩৬৯টি
১০	শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও কোচিং প্রদান	৮৮১ জন	৯২৩৬জন
১১	বন্ধু চুলা স্থাপন	১৫৩টি	৪০৯টি
১২	ঔষধি চারা রোপন	০০	২৫,৮০০টি
১৩	আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০ জন	৭৮০ জন
১৪	যুব প্রশিক্ষণ	১০০ জন	৭৩০ জন
১৫	বিশেষ সঞ্চয়	০০	৪০জন
১৬	সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন	০০	০৯টি
১৭	সবজি বীজ বিতরণ	০০	৫৪৫ জন
১৮	ভিক্ষুক বা উদ্যোমী সদস্য পুনর্বাসন	০০	১১ জন
১৯	গভীর নলকূপ স্থাপন	০০	৩৪টি
২০	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (মসজিদ, স্কুল) স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন	০০	৪০টি
২১	দরিদ্র পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রদান	০০	৪১০টি
২২	ব্রীজ/সাঁকো মেরামত	০০	০৯ টি
২৩	কেঁচো কম্পোষ্ট (ভার্মি কম্পোস্ট) সার উৎপাদনকারী সদস্য	০০	১০০ জন
২৪	সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরী	০০	৬৮ টি
২৫	কর্মী প্রশিক্ষণ (শিক্ষিকা ও স্বাস্থ্যকর্মী)	৪৫ জন	৪৫৬জন

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩ এবং সংবিধানে দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীকে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুন ও পরিমাণ বিবেচনা করে মুজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা; যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সংরক্ষণ করা। সে অনুযায়ী প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অসচ্ছল প্রবীণদের জন্য "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত পরিষেবাসমুহ প্রদান করা হচ্ছে। সিসিডিএ ২০১৭ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি" গ্রহণ করে। প্রকল্পটি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

- সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন।
- পরিপোষক-ভাতা, বিশেষ সঞ্চয় ও পেনশন স্কিম চালু করা।
- 'শ্রেষ্ঠ প্রবীণসম্মাননা' এবং প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী সন্তানদের 'শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা' প্রদান।
- অতিদরিদ্র প্রবীণদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবা এবং ফিজিওথেরাপি এইড প্রদান।
- প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা প্রদান।
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতির তথ্য নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রম. নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জন	প্রকল্প শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
১.	ইউনিয়নে প্রবীণ জন সংখ্যা	১,৬৬০ জন	১,৬৬০ জন
২.	প্রবীণ কমিটির সংখ্যা (ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন)	১০টি	১০টি
৩.	গ্রাম প্রবীণ কমিটির সভা	০	২৭০টি
৪.	ওয়ার্ড প্রবীণ কমিটির সভা	৪৫টি	৩৩১টি
৫.	ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভা	৩টি	৩০টি
৬.	শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা পুরস্কার ও এককালীন আর্থিক সুবিধা	৫জন	২২ জন
৭.	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা মেডেল ও সনদ	৫জন	১৯ জন
৮.	প্রবীণদের জন্য আইজিএ প্রশিক্ষণ	০০	৫৯জন
৯.	প্রবীণদের ওরিয়েন্টেশন	০০	৮৯ জন
১০.	স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (মাস ভিত্তিক)	৩৯১৩বার	২৪৮৮৭বার
১১.	মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য অনুদান	০	৭জন
১২.	মাসিক পরিপোষক ভাতা (বয়স্ক ভাতা) প্রদান (জন)	৫৫৮ জন	৬,১০৫ জন
১৩.	মাসিক পরিপোষক ভাতা (বয়স্ক ভাতা) প্রদান (টাকা)	৩,০৫,৫০০ টাকা	৫৫,০৮,৫০০ টাকা
১৪.	নিজ ভূমে আবাসন	০০	০০
১৫.	প্রবীণদের শীত বস্ত্র বিতরণ (কম্বল)	০০	১৮০জন
১৬.	প্রবীণদের শীত বস্ত্র বিতরণ (চাদর)	০০	১০০ জন
১৭.	প্রবীণদের ছাতা বিতরণ	০০	৪০ জন
১৮.	প্রবীণদের বাথরুম কমোড চেয়ার বিতরণ	০০	৪০ জন
১৯.	প্রবীণদের ওয়াকিং স্টিক বিতরণ	০০	৪০জন
২০.	প্রবীণদের হুইল চেয়ার বিতরণ	৫জন	১২ জন
২১.	ক্ষুদ্রঋণ কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন	০০	৫৯ জন

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

সিসিডিএ বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর আওতায় মৎস্য চাষ উপ-খাতে 'কুমিল্লা জেলার প্লাবণভূমি অঞ্চলে টেকসই মৎস্য চাষ কেন্দ্রিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন' শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি ২০২০ সালের অক্টোবর মাস থেকে বাস্তবায়ন করছে।

সিসিডিএ'র কর্ম এলাকা কুমিল্লার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্লাবনভূমি। এসব ভূমির কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের অভাবে প্লাবনভূমি অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ ছিল অতিদরিদ্র। গত দুই দশকে সিসিডিএ'র আর্থিক, কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতার ফলে প্লাবনভূমি এখন বিশাল এক সম্ভাবনার নাম। পরিকল্পিত মৎস্য ও শস্য চাষ এবং আরো উদ্ভাবনীমূলক বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে প্লাবনভূমি এ অঞ্চলের মানুষের সামনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিসিডিএ মানুষকে জাগিয়ে তোলার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি 'পরিবর্তন ও অর্জন আকাঙ্খার প্রেষণা' তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এর ফলে ইতোমধ্যে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং কর্মসংস্থানসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। মৎস্য

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

চাষ কেন্দ্রিক ব্যবসা ভ্যালু-চেইন এবং সেই সাথে জাতীয় অর্থনীতিতে এ অঞ্চলের উদ্যোক্তাগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসইপি প্রকল্প মূলত মৎস্য চাষ কেন্দ্রিক উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উদ্যোগকে আরো বেগবান, টেকসই এবং সেই সাথে পরিবেশবান্ধব রাখার চেষ্টা করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের গুচ্ছ-ব্যবসা ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতা ও উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে ভুমিকা রাখছে। এ পর্যন্ত ২০২০টি ক্ষুদ্র উদ্যোগকে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি-২০২৪ সালে শেষ হবে। এসইপি প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জন	জুন-২০২৩ পর্যন্ত মোট অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	৫,৭০০ জন			
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	২০২০ জন	১৩৭২ জন	২৩৪২ জন	
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা	১০টি	১৩টি	১৩টি	প্রকল্পের শুরুতে লক্ষ্যমাত্রা ১০টি শাখা ছিল। পরবর্তিতে বাখরাবাদ, সিদ্ধেশ্বরী ও পালের বাজার শাখা ভেঙ্গে নতুন ৩টি শাখা করা হয়েছে বিধায় শাখার সংখ্যা বেড়ে ১৩টি হয়েছে। এতে করে বিভিন্ন খাতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অর্জন বেশী হয়েছে।
৪.	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ব্যাচ (সদস্য)	-	৬৪টি	৭৯টি	
	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য		১৫৯৮ জন	১৯৫৫ জন	
৫.	কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যাচ	৫টি	৫টি	৮টি	
	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মী	-	১৩৯ জন	২৩৩ জন	
	কর্মীর এক্সপোজার ভিজিট ব্যাচ	০৩টি	০৩টি	৬টি	
	এক্সপোজার ভিজিটে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	-	৯৫ জন	১৭০ জন	
৬.	ঋণ স্থিতি (টাকা)	-	১৯,২৯,৯২,৩৯৭	১৯,১২,৯২,৯৯৬	
	ঋণ বিতরণের সংখ্যা	-	১৩৭২জন	৫২০৪ জন	
	ঋণ বিতরণের পরিমাণ (টাকা)	-	২,৫৭,৮৯,৬৩০	৭৭,১৩,৮০,০০০	
৭.	প্রকল্প বাজেট (টাকা)	২৯,৮৩,২২,০০০			

প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন ও প্রচলিত মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প

সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সিসিডিএ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতায় এবং International Fund for Agricultural Development (IFAD) -এর অর্থায়নে PACE (Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project) প্রকল্পটি ২০১২ সালে শুরু হয়েছে। একাধিক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে দাউদকান্দি ও পার্শ্ববর্তী উপজেলার মৎস্য চাষিদের আধুনিক ও প্রযুক্তিগত চাষ পদ্ধতি, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং জৈব ও মিশ্রচাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বর্তমানে PACE-Additional প্রকল্পের আওতায় ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ ইউনিয়ন এবং তিতাস উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের ১২৯৫ জন মৎস্য চাষি নিয়ে সফলতার সাথে "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে গলদা চিংড়ি চাষীদের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ১লা জানুয়ারী ২০২১ থেকে শুরু হয়ে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পের অধীনে সিসিডিএ'র নিজস্ব গলদা চিংড়ি হ্যাচারীতে উৎপাদিত চিংড়ি পোনা/পিএল স্থানীয় মৎস্য চাষীদের নিকট সুলভমূল্যে বিতরণ/বিক্রয় করা হচ্ছে। পেস প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য নিচে দেয়া হলো:

এক নজরে প্লাবনভূমিতে গলদা চিংড়ি ও মিশ্র মাছের চাষ প্রকল্পের তথ্য		
১.	চিংড়ি চাষের অধীনে জমির পরিমাণ	৪২৭একর
২.	মোট গ্রুপ	৫১টি
৩.	মোট সদস্য	১,২৯৫ জন

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

৪.	প্রদর্শনী খামার	৭১টি
৫.	মানসম্মত এ্যকুয়াকালচার চর্চা প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৯৮ জন
৬.	বিজনেস প্ল্যান মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ	৪৫০ জন
৭.	প্রকল্প হতে প্রদত্ত প্রযুক্তি গ্রহণকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক	৩০ জন
৮.	উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যবসারত কৃষক	১১৫জন
৯.	হ্যাচারির পিএল ব্যবহারকারী কৃষক	২৬৭ জন
১০.	প্রো বায়োটিক ব্যবহারকারী কৃষক	২৫৫ জন
১১.	নিয়মিত পানি ও মাটির মান ব্যবহারকারী কৃষক	২২০ জন
১২.	গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন	১০,২১,৬৫৯টি
১৩.	উপ-প্রকল্পের মেয়াদ	অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত
১৪.	প্রকল্পের বাজেট (জানুয়ারী ২০২১- সেপ্টেম্বর ২০২২)	৯৩,০৪,২২১ টাকা
১৫.	প্রকল্পের বাজেট (অক্টোবর ২০২২- জুন ২০২৩)	৫৯,৬০,২১৪ টাকা

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প
Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services (SRLFRRS)

বাংলাদেশের সমষ্টিক অর্থনীতি এখনো পর্যন্ত কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং প্রাণীসম্পদ হচ্ছে এখানকার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক অনুষঙ্গ। প্রাণীসম্পদ শুধুমাত্র দুগ্ধ ও মাংসের মত প্রোটিনের উৎস নয়, একই সাথে এটি কৃষি খামার পরিষেবা ও কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস। দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ২০% প্রাণীসম্পদ উপ-খাতের অবদান এবং মানুষের প্রয়োজনীয় মোট প্রোটিনের ৮% আসে প্রাণীসম্পদ হতে। যদিও গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রাণীসম্পদ খাতের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তথাপিও নানা ধরণের ঘাতক ব্যাধি ও বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার কারণে কৃষকরা প্রাণীসম্পদ নিয়ে প্রায়শ ঝুঁকিতে থাকেন। SRLFRRS প্রকল্পটি দেশের প্রাণীসম্পদ সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিয়োজিত একটি সহায়ক প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)। প্রকল্পটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ ও সহযোগী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ। সিসিডিএ ২০২০ সালের জুন থেকে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার ৮টি শাখার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জুন ২০২৩ মাসে শেষ হয়েছে। জুন ২০২০ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাজেট ছিল ৪২,১৮,৩৫৬/-টাকা এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট ২১,৯০,১৭৮/-টাকা। প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতির চিত্র নিচে বর্ণিত হলোঃ

ক্রম. নং	বিবরণ	লক্ষ্য ও অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	৩৬,৮৩৬ জন	
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	৬,২৫৩ জন	
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা	০৮টি	
৪.	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	২,৪৮০ জন	
৫.	বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধক ভ্যাকসিন প্রদান	৩,৩৯১টি পশু	
৬.	ঋণের স্থিতি (টাকা)	২৯,৮৫,৬৩,৮৪৮/- টাকা	
৭.	প্রকল্প বাজেট (২০২২-২০২৩)	২১,৯০,১৭৮/- টাকা	

রিকভারী এন্ড এডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)
Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)

শহর (urban) ও শহরতলির (peri-urban) এলাকার কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা। RAISE প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর ৭০টি সহযোগী সংস্থা দেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাবসাগুচ্ছের আওতাধীন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ব্যাবসা-সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পুনরায় সচল করতে সহজশর্তে অর্থায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি টেকসই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন ও উপযুক্ত অর্থায়ন করা হচ্ছে এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

(Apprenticeship) কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা প্রদান করে উপযুক্ত কর্মে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করছে। উল্লেখ্য, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পার্বত্য অঞ্চল, চর, হাওড়, চা-বাগান ও উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের এ প্রকল্পে অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। রেইজ প্রকল্পটি সিসিডিএ কুমিল্লা জেলার ৫টি উপজেলার ২১টি শাখায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন করা;
- স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) পদ্ধতি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান।

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীঃ

- ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য;
- তুলনামূলকভাব পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও পরিবার;
- সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী (PwD) তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

রেইজ প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য নিচের ছকে দেয়া হলো:

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	**কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর রেইজ ঋণ বিতরণ**			
১.১	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ প্রদান।	১২০০ জন	১২০০ জন	
১.২	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে অগ্রসর রেইজ ঋণ বিতরণ।	১২ কোটি	১২ কোটি	
১.৩	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" প্রশিক্ষণ প্রদান।	১২০০ জন	১১৯৯ জন	
১.৪	ঋণের স্থিতি	৭.৪৫ কোটি	৭.৪৫ কোটি	
২.	**স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর রেইজ ইয়ুথ ঋণ বিতরণ**			
২.১	স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ।	২৬১ জন	০০	পিকেএসএফ নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী বছরের কাজের সাথে যুক্ত করা হয়।
২.২	স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	২৬১ জন	০০	
৩.	**স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম**			
৩.১	মাস্টার ক্রাফটস পার্সন (MCP) নির্বাচন	২৫ জন	২৫ জন	
৩.২	মাস্টার ক্রাফটস পার্সন ওরিয়েন্টেশন	২৫ জন	২৫ জন	দুই দিন ব্যপি ওরিয়েন্টেশন
৩.৩	শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষানবিশদেরকে ৬ মাস ব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০ জন	৫০ জন	দক্ষ এমসিপি'র অধীনে ৬ (ছয়) মাস ব্যপি হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩.৪	শিক্ষানবিশদেরকে ৫ দিনব্যপি" লাইফস্কিল উন্নয়ন" প্রশিক্ষণ প্রদান	৫০ জন	৫০ জন	কারিগরি প্রশিক্ষণের বাহিরে ৫ দিন ব্যপি জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪.	কমিউনিটি আউটরিচ সভা	৩১১ জন	৩১১ জন	কমিউনিটি আউটরিচ সভার মাধ্যমে গুরু-শিষ্য ও তরুণ উদ্যোক্তা নির্বাচন।
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী শাখা	২১ টি	২১ টি	২টি জেলা ও ৭টি উপজেলা।
৬.	প্রকল্প বাজেট (২০২২-২০২৩)	১,১৩,২১,৮২০ টাকা	৬৩,৯৭,১৭৪ টাকা	

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ প্রকল্প
Roral Microenterprise Transformation Project (RMTP)

RMTP প্রকল্পের আওতায় সিসিডিএ নরসিংদী জেলার শিবপুর, রায়পুরা, মনোহরদী উপজেলায় "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

উক্ত প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-
ক) নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি;
খ) প্রক্রিয়াজাত মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি;
গ) স্থানীয় চাষীদের মধ্যে নিরাপদ মৎস্য চাষ উপকরণ সরবরাহ ও মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;
ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে সেবা বাজার তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও টেকসই খাতের সৃষ্টি করা;
ঙ) পরিবেশবান্ধব নিরাপদ পুষ্টিমান খাদ্য উৎপাদন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার সৃষ্টি করা; এবং
চ) নারী ও যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ ও অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	৫০০০ জন	
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	৩১৫০ জন	
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা	নরসিংদী জেলার ৪টি শাখা (মরজাল, শিবপুর, মনোহরদী, ইটাখোলা।)	
৪.	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	৪৫০০ জন	
৫.	ঋণের স্থিতি	-	২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হলেও বিতরণ শুরু করা হয়নি।
৬.	উপ-প্রকল্পের বাজেট	১,৪০,৬৮,০০০ টাকা	

মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এমএফসিই)

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ একটি উদীয়মান খাত যেখানে দুইশতটিরও বেশী ধরনের ব্যবসা রয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। যেখানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নিম্ন আয়ের মানুষ কর্মরত সেখানে ভৌগলিকভাবে বৈচিত্রময় এই খাতসমূহ বিদ্যমান। অথচ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য কমাতে খাতসমূহ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগের গুরুত্ব থাকা সত্তেও এই খাত বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছেয়ে গেছে এবং পর্যাপ্ত অর্থের অভাব ক্ষুদ্র উদ্যোগ বৃদ্ধির একটি প্রধান বাধা। ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সামগ্রিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সিসিডিএ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফাইন্যান্সিং এন্ড ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এমএফসিই) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র উদ্যোগকে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর অর্থাৎ মে ২০২৩ হতে জুন ২০২৮ পর্যন্ত চলমান থাকবে। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বিধায় এখনো ঋণ বিতরণ শুরু হয়নি। পরবর্তী অর্থবছর থেকে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ শুরু হবে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল লোন এন্ড লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট
(প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ ইজারা অর্থায়ন প্রকল্প)

সিসিডিএ মাঠপর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমের আওতায় নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য যাদের মূলধন সম্পদ অর্জনের প্রয়োজন তাদের চাহিদা মেটাতে "স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল লোন এন্ড লীজ ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ ও ইজারা অর্থায়ন)" নামে নতুন দুইটি আর্থিক সেবা চালু করেছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক ধারণায় তরুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ স্থাপনে আগ্রহ সৃষ্টি করা, উদ্ভাবনী ও সম্ভাবনাময় ব্যবসায়িক ধারণা ও স্বাধীন উদ্যোগের পৃষ্টপোষকতা করা এবং ব্যবসা/উদ্যোগ চালু করার জন্য পুঁজি সরবরাহ করা। এটি একটি চলমান প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বিধায় এখনো ঋণ বিতরণ শুরু হয়নি। পরবর্তী অর্থবছর থেকে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ শুরু হবে।

কৈশোর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

আজকের কিশোর-কিশোরী আগামী দিনের দেশ ও সমাজ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবে এটিই বাস্তবতা। বৈশ্বিক সমাজ কাঠামোর ভবিষ্যৎ রূপরেখা লুকায়িত থাকে প্রধানত তরুণদের মধ্যে। দেশে চলমান "জনমিতিক লভ্যাংশ'র সুফল পেতে কিশোরদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি উন্নত মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে 'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ -এর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে সিসিডিএ ২০১৯ থেকে কৈশোর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোপূর্বে একাধিক জেলায় উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। ২০২৩ সাল থেকে উক্ত কর্মসূচি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও তিতাস উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের অগ্রগতি তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম. নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষভুক্ত কিশোর কিশোরী	১৩৫০০ জন	৭৬৭১	
২.	বাস্তবায়নকারী উপজেলা সংখ্যা	২টি	২টি	
৩.	কিশোর কিশোরী ক্লাব সংখ্যা	৪১৪	৪১৪	দাউদকান্দি- ২৫২ ও তিতাস- ১৬২টি
৪.	সামাজিক সচেতনতা	-	৩৭টি	দাউদকান্দি- ২৫ ও তিতাস- ১২টি
৫.	স্বাস্থ্য বিষয়ককার্যক্রম	-	১১৬টি	দাউদকান্দি - ৮১ ও তিতাস- ৩৫টি
৬.	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াপ্রতিযোগীতা	-	২৪টি	দাউদকান্দি - ১৫ ও তিতাস- ৯টি
৭.	উঠান বৈঠক	-	১৫২টি	দাউদকান্দি - ৯৫ ও তিতাস- ৫৭টি
৮.	প্রকল্প বাজেট (২০২২-২০২৩)			
	দাউদকান্দি উপজেলা	৭,১৭,১০০/-	৫,৫৪,৬৮০/- (ব্যয়)	
	তিতাস উপজেলা	৬,০৫,১০০/-	৪,৯৫,৭৩৮/- (ব্যয়)	

মুক্তিযুদ্ধ: স্মৃতি, গৌরব ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি

আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে, আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে আমাদের প্রাপ্য অধিকারগুলো অর্জন, যার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজেই আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করেছিলেন। আর এ অধিকারগুলোই বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনের আদর্শ, অঙ্গীকার ও মূল্যবোধের প্রতিফলন। বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনের আদর্শ, অঙ্গীকার ও মূল্যবোধগুলো থেকে আমরা ক্রমাগত সরে যাচ্ছি, আমাদের স্বাধীনতার পেছনের আদর্শ, অঙ্গীকার ও মূল্যবোধ এবং এগুলোর বিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে আমাদের তিনটি সময়ের কথা বিবেচনায় নিতে হবে: স্বাধীনতাপূর্ব, যখন মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল; স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়, যখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছিল এবং বর্তমান সময়, যখন আমাদের বিরুদ্ধে অধিকার হরণের, তথা 'মুক্তি'র পথ থেকে সরে আসার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সেই কালজয়ী ইতিহাস, ঐতিহ্য থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে বা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা তাদের সেই ঐতিহাসিক দিনগুলির তথ্য জানাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি। অথচ তারুণ্যের জয়গান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সৃষ্টি লুকায়িত।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সিসিডিএ এই তরুণ সমাজকে লক্ষ্য রেখে তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতন ও আদর্শ ধারণ করার নিমিত্তে ২০২২-২৩ সালে একাধিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যার উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে নিজস্ব পরিচয় তৈরি ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জলকারী উদীয়মান তরণদের সংবর্বধনা প্রদান, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র ৫২ বছর পরে নির্মাণের উদ্যোগ, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বেতিয়ারা গণহত্যার উপর তথ্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দিবস ও কর্মসূচি পালন, মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই কর্মসূচির মোট বাজেট ১০,০০,০০০/- টাকা ছিল এবং মোট ৬,৪৩,১৪০/- (ছয় লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত চল্লিশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৯০ সালে মৃদু পায়ে যাত্রার প্রথম দিন থেকে সিসিডিএ'র নেতৃত্ব শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যে মৌলিক উপাদান এ বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসমতা দূরীকরণে এবং সুবিধাবঞ্চিতদের কর্মসংস্থানে শিক্ষা সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। বিষয়টি মাথায় রেখে সিসিডিএ শিক্ষা প্রসারে সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং স্বল্প আয়ের মানুষের কল্যাণে অংশগ্রহণমূলক তহবিল গঠনে উদ্যোগ নেন। প্রান্তিক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য সিসিডিএ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রসারের তুলনায় মূল ধারার শিক্ষার উপর প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা প্রসারণে কাজ করার পরিকল্পনা করেন। সংস্থার উপকারভোগি সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনে সুযোগ সৃষ্টি করে। সূচনা থেকে এই কর্মসূচি সিসিডিএ'র কর্মএলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে সিসিডিএ কর্মীদের সন্তানদের জন্যও শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করে। প্রয়োজন এবং কার্যকারিতা সব দিক থেকেই শিক্ষাবৃত্তি সুবিধাভোগির সন্তানদের মধ্যে বিশেষ প্রণোদনা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিঃ

পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সিসিডিএ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বেশ কিছু বিশেষায়িত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন স্কুল পরিচালনা করছে। এ কর্মসুচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে। কর্মসূচির আওতায় ৩৫টি বিশেষায়িত বৈকালিক স্কুলে ৮৮১ জন প্রান্তিক শিশু শিক্ষকদের নিবিড় তত্তাবধানের ভেতর তাদের শিক্ষা সমাপন করছে। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এটি বেশ কার্যকর মডেল। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এখানে সারা বছর সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চা হয়ে থাকে। প্রকল্পের শুরু থেকে এই পর্যন্ত ৩৬৯টি শিক্ষাকেন্দ্রে ৯২৩৬ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন।

শিক্ষা সহায়তা -শিক্ষাবৃত্তিঃ

দেশের অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করতে পারছে না। আবার অনেক অভিভাবক মেধাবী সন্তানদের আর্থিক দুরবস্থার কারণে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অপারগ। ফলে তাঁরা সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে সিসিডিএ উপকারভোগী সদস্যের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষা বৃত্তি) কার্যক্রম চালু করে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এককালীন ও মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিক্ষা সহায়তার (শিক্ষা বৃত্তি) কর্মসূচির আওতায় মোট ৭,৪৫,৩০০/- (সাত লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত) টাকা সদস্যর সন্তানদের বৃত্তি দেয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তিঃ

উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সংস্থা বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি চালু করে। এই কর্মসূচি ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। এই কর্মসূচির আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অরর বছরে এ খাতে ৭৫,০০০/- (পাচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে।

কর্মীর সন্তানদের জন্য আর্থিক শিক্ষা সুবিধাঃ

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য শিক্ষা ভাতা কার্যক্রম চালু আছে। এ কার্যক্রমের আওতায় নীতিমালার ভিত্তিতে কর্মীর অধ্যয়নরত সন্তানগণকে সংস্থা থেকে শিক্ষা ভাতা সুবিধা দেয়া হয়। সর্বোচ্চ দুই সন্তানের জন্য এ সুবিধা চলমান আছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার কর্মীদের সন্তানকে ৩,৮৫,৩০০/- (তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত) টাকা শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

ক) সিসিডিএ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রঃ

সূচনালগ্ন থেকে সিসিডিএ সমন্বিত উন্নয়ন মডেলকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। সমন্বিত উন্নয়ন মডেলের অন্যতম প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য। সিসিডিএ সমন্বিত গণ উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নের আদমপুর গ্রামে। জন সংখ্যার বিরাট অংশ, বিশেষত দরিদ্ররা প্রয়োজনের সময় চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পারতেন না। সরকারী হাসপাতাল থেকে দূরে বসবাসরত বয়োবৃদ্ধ, প্রসূতি নারী, নবজাতক বা লাগাতার অসুস্থ থাকা ব্যক্তিগণ প্রায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকতেন। সিসিডিএ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়। পর্যাপ্ত আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় প্রাথমিকভাবে সিসিডিএ স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া শুরু করে। একই সময়ে সিসিডিএ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালুর বিষয়ে চেষ্টা করে। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে সিসিডিএ একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করে। স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি ইলিয়টগঞ্জ বাজারে অবস্থিত। লাভনয়, ক্ষতিনয় ভিত্তিতে সেবা কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। একাধিক রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক (এমবিবিএস), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট/প্যাথলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী/পরিষেবা কর্মীর সহযোগিতায় কেন্দ্রটি পচিালিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৭৬৮জন সেবাগ্রহীতা কেন্দ্রটি থেকে সেবা নিয়েছেন। উক্ত সময়ে প্রসুতি নারীদের আল্ট্রাসনোগ্রাফি থেকে আয় হয়েছে ৮,৪৯,৪১০ টাকা, প্যাথলজি পরীক্ষা থেকে আয় হয়েছে ৭,৭২,৫৯০ টাকা, ইসিজি থেকে আয় হয়েছে ৪,৬৫০ টাকা, ডাক্তারের ফি থেকে আয় হয়েছে ৩২৪৮২০ টাকা। অর্থবছরে সর্বমোট আয় ১৯,৫১,৪৭০ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় ২৩,০৪,৮৯৯ টাকা।

খ) স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমঃ

সিসিডিএ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের শতভাগ খানার সকল সদস্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ইউনিয়নের প্রতি ৫০০টি পরিবারের জন্য একজন করে স্বাস্থ্য পরিদর্শক, প্রতি আটজন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের এলাকায় খানা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য একজন করে স্বাস্থ্য সহকারী দৈনিক ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শাখা কার্যালয়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে এমবিবিএস ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক, প্রতিটি ইউনিয়নে বছরে ৪টি স্বাস্থক্যাম্প, ইউনিয়নের শতভাগ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের প্রয়োজনীয় ফলোআপ এবং জরুরী ও জটিল রোগীদের জন্য রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যান্য হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেয়া হয়। স্বাস্থ্যকর্মীগণ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরী, প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন, পুষ্টিকর খাবার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করে থাকেন।

এছাড়া পুষ্টি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, সজনে ও লেবু গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খাবারের পুষ্টিমান যাতে নষ্ট না হয় এজন্য খাবার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মাবলীসহ পুষ্টি বিষয়ক অন্যান্য সচেতনতার বিষয়ে উঠান বৈঠক ও খানা পরিদর্শনের সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের রক্তস্বল্পতা নিরসনে আয়রন ও ফলিক এসিড সমৃদ্ধ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৯১৩টি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের শুরু থেকে এই পর্যন্ত ২৪৮৮৭টি স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়েছে।

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম

ক) পাইপ লাইনে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (Community Managed Piped Water Supply Project):

মানুষের জীবন রক্ষার্থে নিরাপদ পানির ব্যবহার ও স্যানিটেশন কার্যক্রম অপরিহার্য। এ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, পানির দূষণ কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থা কাজ করছে। সংস্থা দীর্ঘদিন থেকে নিরাপদ পানির বিকল্প উৎস হিসাবে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের পুটিয়া গ্রামের ২২০টি পরিবারের মধ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গভীর নলকূপের নিরাপদ পানি সরবরাহ করছে। এটি একটি সমাজ ভিত্তিক চলমান প্রকল্প।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

খ) মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Developmet Projec):

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও বৈশ্বিক মাপকাঠিতে বাংলাদেশ এখনো মান সম্মত স্তর থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে। বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা এবং শহর বা নগরাঞ্চলের বস্তি ও নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের বসতি এলাকায় পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা এখনো প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হয়নি। সিসিডিএ'র কর্মএলাকায় পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রাখার চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিসিডিএ ২০২২ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলে পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ইনফ্রাস্টাকচার এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সুযোগ অধিকতর উন্নত করা এবং পানি সরবারহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করা। সেই সাথে নারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণ উন্নয়নে কাজ করা এবং সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা। এই প্রকল্পের আওতায় সংস্থার ৩৮টি শাখার এগার হাজার উপকারভোগীর মাঝে নিরাপদ স্যানিটেশন এবং পানীয় জল সরবরাহ খাতে প্রায় ১০.৮০ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ৬.৩০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য:

ক্রমিক নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত সেবাগ্রহীতা	৪,৯৭৮ জন	৩,১৯৭ জন	
২.	স্যানিটেশন ঋণী সংখ্যা	৪,৩৭৮ জন	১,৯২৬ জন	
	ওয়াটার ঋণ সংখ্যা	৬০০ জন	১,২৭১ জন	পিকেএসএফ প্রদত্ত তহবিলের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ঋণের চাহিদা বেশী থাকায় বেশী বিতরণ হয়েছে। বর্তমানে তহবিল না থাকায় এটি বিতরণ বন্ধ রাখা হয়।
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা	৩৮টি		
৪.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা	২৪৫ জন		
৫.	ঋণের স্থিতি	৬.৩০ কোটি টাকা		
৬.	প্রকল্প বাজেট (২০২২-২০২৩)	১০.৮০ কোটি টাকা		

স্ট্রেনদেন্ড এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (সিমস্) প্রকল্প

বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে বছরে গড়ে প্রায় ২২ লক্ষ (IOM, ২০১৭) নতুন কর্মক্ষম লোকের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু এদের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হয় বিশ্ব শ্রমবাজারে। দক্ষতাহীন শ্রমের যোগান, ন্যুনতম সময়ে ভাগ্য পরিবর্তনসহ আরো নানা কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৪ থেকে ৫ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ বিদেশে কাজের সন্ধানে গমন করে। বাংলাদেশের মোট জিডিপি-তে রেমিটেন্স অর্থনীতির অবদান ৫.৪ ভাগ। ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ গমনকে এখানে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু জন-বান্ধব ও স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব, অতিমাত্রায় বহুস্তরীয় মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভরতা, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অভিবাসীদের অধিকার বিষয়ে দর-কষাকষির দক্ষতার অভাব অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ক্রমশ অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থের অংশ এবং বিশ্বজুড়ে এটি সর্বজনীন মানবাধিকারেরও একটি অংশ। তাই সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষায় বিশেষভাবে কাজ করছে। মানবাধিকার এবং জাতীয় স্বার্থ উভয় দিক থেকে নিরাপদ অভিবাসনকে সিসিডিএ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অংশীদারী সংস্থা HELVETAS Bangladesh এবং Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) -এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় সিসিডিএ ২০২১ সাল থেকে Strengthened & Informative Migration System

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

(SIMS) Project বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় অভিবাসী ও অভিবাসনেচ্ছুদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করণে সচেতনতা, কারিগরী ও প্রয়োজনে আইনগত সহযোগিতা এবং অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেইফ মাইগ্রেশন, ফিন-লিট (আর্থিক সাক্ষরতা) ও এক্সেস টু জাস্টিস এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়ে মানুষকে পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সিমস প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ্য	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	৭৫৫৪১ জন	৭৬৯৩২ জন	
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	২০০ জন	২০০ জন	
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা/ উপজেলা	কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, মুরাদনগর, দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলার ৫টি শাখা		
৪.	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৭৫৫০০ জন	৭৬৯৩২ জন	
৫.	প্রকল্প বাজেট (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)	১,১৬,৮১৪৭৬/-		

কর্মীদের তহবিল ভিত্তিক সুবিধার তথ্য

ক) সিসিডিএ কর্মচারি ভবিষ্য তহবিলঃ

সিসিডিএ'র কর্মীগণ চাকরিকালীন ও অবসরকালীন উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন। কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল সুবিধা অন্যতম। সংস্থার স্থায়ী কর্মীগণ চাকরিকালীন মাসিক মূল বেতনের ১০% অর্থ তহবিলে জমা করেন। সংস্থার পক্ষ থেকেও ঐ কর্মীর নামে সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করা হয়। অবসর পরবর্তী সময়ে কর্মীগণ ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা মতে তহবিলের অর্থ প্রাপ্য হন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল থেকে কর্মীগণ মোট ১,২৯,০৬,৮০৮/- (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার আটশত আট) টাকা অবসর পরবর্তী সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং ১,০৫,০৭,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ সাত হাজার) টাকা কর্মীগণ ঋণ হিসেবে উত্তোলন করেছেন। বর্তমানে তহবিল স্থিতি ১৪,৩৩,৫১,৬৩৮/- (চৌদ্দ কোটি তেত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত আটত্রিশ) টাকা।

খ) সিসিডিএ কর্মচারি আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি) তহবিলঃ

সংস্থার কর্মীদের অবসরকালীন আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আনুতোষিক সুবিধা প্রদান করা হয়। কোন স্থায়ী কর্মী ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর কর্মরত থাকার পর চাকরি থেকে অব্যাহতি/অবসর গ্রহণ করলে আনুতোষিক সুবিধা প্রাপ্ত হন। আনুতোষিক তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী কর্মীদের এ সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আনুতোষিক তহবিল থেকে ১,৭৩,৪৬,০৬৯/- (এক কোটি তেয়াত্তর লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার উনসত্তর) টাকা অবসর পরবর্তী সুবিধা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তহবিল স্থিতি ১০,৭৩,১১,৮৭৭/- (দশ কোটি তেয়াত্তর লক্ষ এগার হাজার আটশত সাতাত্তর) টাকা।

গ) সিসিডিএ কর্মীকল্যাণ তহবিল (ককত) সুবিধাঃ

সংস্থার কর্মীগণ চাকরিকালীন দুরারোগ্য ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। নারী কর্মীগণ প্রসবকালীন জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের সম্মুখিন হন। এছাড়া কর্মরত অবস্থায় যে কোন কারণে কর্মীদের মৃত্যু বা স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেন। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে কর্মীদের চিকিৎসা ব্যয় ও মৃত্যু পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জন্য কর্মী কল্যাণ তহবিল (ককত) থেকে সুবিধা/প্রণোদনা প্রদান করা হয়। ককত নীতিমালার আলোকে স্থায়ী কর্মীগণ তহবিল থেকে সুবিধা পেয়ে থাকেন। একজন স্থায়ী কর্মী প্রতি মাসে মূল বেতনের ০.৫% অর্থাৎ ১০০ টাকায় .৫০ পয়সা হারে তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন। কর্মীদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা অফেরৎযোগ্য। সিসিডিএ কর্মীকল্যাণ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব ট্রাষ্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ককত তহবিল থেকে কর্মীদের ১,৫৯,৮৮৮/- (এক লক্ষ উনষাট হাজার আটশত আটাশি) টাকা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে তহবিল স্থিতি ৮১,৭২,৪৪৯/- (একাশি লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত উনপঞ্চাশ) টাকা।

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা হলো কতিপয় প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং বিধি-বিধান যার সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠান তার সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে, কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, অনিয়ম ও অন্যায় প্রতিহত করে, বিভিন্ন আইন-কানুনের যথাযথ পালন নিশ্চিত করে, দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চিত করে। এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কার্যক্রমের গুণগতমান, কাজের পরিমাপক, তুলনামূলক মূল্যায়ন, কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি ও সংশোধনের সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। সিসিডিএ'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, মনিটরিং ও এমআইএস বিভাগ, কর্মসূচির মনিটরিং কর্মকর্তাগণ এবং বহি:নীরিক্ষক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য অনুসঙ্গ।

ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণঃ

সিসিডিএ'র ঋণ কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও হিসাব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার প্রয়োজনে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ আছে। আটজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। নিরীক্ষা বিভাগ সকল কর্মসূচি, প্রকল্প এবং শাখা অফিসের কার্যক্রম বছরে ন্যূনতম দুইবার বা ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশিবার নিরীক্ষা পরিচালনা করে। যেসব ক্ষেত্রে নিবিড় পরিবীক্ষণ আবশ্যক, সেসব ক্ষেত্রে সাধারণত নিয়মিত ব্যবধানে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এছাড়া সংস্থার এমআইএস ও মনিটরিং ইউনিট নিয়মিত অনলাইন-অফলাইন উভয়ভাবে কার্যক্রম তদারকি করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে প্রতিবেদনে চিহ্নিত পর্যবেক্ষণসমূহ প্রশাসনিক ও কর্মসূচি ভিত্তিক সমাধান করা হয়।

খ) বহিঃনিরীক্ষাঃ

সিসিডিএ'র হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ নীতি ও মান বজায় রাখার চেষ্টা করে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং (আইএসএ) নীতি অনুসূরণ করে হিসাব ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের বাইরে প্রতিবছর একটি খ্যাতিমান ও পেশাদার নিরীক্ষা ফার্মের মাধ্যমে সিসিডিএ'র হিসাব নিরীক্ষণ করা হয়। মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং দ্বারা সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করেছে। নিরীক্ষিত অডিট রিপোর্ট প্রতিবছর রেগুলেটর, দাতা সংস্থা, অংশীদার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

গ) হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

সিসিডিএ'র কার্যক্রমের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে অর্থ ও হিসাব বিভাগ। হিসাব বিভাগ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ স্বচ্ছতা ও যথার্থ মান বজায় রেখে প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ প্রশাসনিক ও কর্মসূচি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সকল তথ্য উপাত্ত নির্ভুলভাবে সন্নিবেশনসহ উচ্চ গুণগতমান নিশ্চিত করা হয় । হিসাব ও সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সিসিডিএ লিখিত নিয়ম-কানুন সম্বলিত একটি স্ট্যান্ডার্ড অরগানাইজেশনাল প্র্যাকটিস (এসওপি) প্রণয়ন করেছে। সিসিডিএ কর্মসূচি ও প্রকল্প ভিত্তিক স্বতন্ত্র বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে। সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের sবার্ষিক বাজেট ১৫০৪,৫০,০২,৮০৪/- টাকা ।

ঘ) ক্রয়, বিক্রয়, ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনাঃ

সিসিডিএ'র একটি সুলিখিত ক্রয়-বিক্রয় বা প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা আছে। বিদ্যমান নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করা হয়। ব্যবস্থাপকীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয়, প্রকল্প ও শাখাসমূহে ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। ক্রয় নীতিমালার ভিত্তিতে সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কমিটি সম্পন্ন করে। সকল ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সততার ও জবাবদিহীতার সাথে করা হয়।

ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাঃ

সিসিডিএ'র মানব সম্পদ বিভাগ প্রধানত কর্মী নিয়োগ, প্রতিস্থাপন, বদলী, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, মজুরী, কর্মপরিবেশ, অসন্তোষ ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা উন্নয়নের কাজসমূহ সম্পাদন করে। মানবসম্পদ বিভাগ কর্মীদের ন্যায্যতা, সমতা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রশাসনিক ও নিয়মতান্ত্রিক অন্যান্য কার্যসমূহ সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে সংস্থায় ঋণ কার্যক্রম ও প্রকল্প ভিত্তিক ৮০০-এর অধিক জনবল নিয়োজিত আছেন। সিসিডিএ কর্মী নিয়োগের সময় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

কিছু নিজস্ব মূল্যবোধ ও কৌশল অনুসরণ করে। লিঙ্গ সমতা সৃষ্টি সিসিডি'র নিয়োগ ও পদায়ন নীতির অন্যতম প্রধান দিক। মানবসম্পদ বিভাগ প্রতিটি কর্মীর জন্য আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করে। কর্মীদের সাফল্যের স্বীকৃতি ও ভবিষ্যতে অধিকতর দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রদানে বছরে একবার কর্মীর কাজের মূল্যায়ন করা হয়। সিসিডিএ'র মৌলিক অভিপ্রায় ও চেষ্টা থাকে কর্মীদের জন্য একটি ন্যায়, সমতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখা। কর্মীদের যেকোন ধরনের ক্লেশ ও অসন্তোষকে নিবারণের জন্য মানব সম্পদ বিভাগের নজরে আনতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। একইভাবে প্রশিক্ষণ, প্রেষণা, উন্নত কর্মপরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে মানবসম্পদ বিভাগ নিয়মিত ভূমিকা রাখে।

চ) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নঃ

সিসিডিএ কর্মীদের দক্ষতা, সামর্থ্য ও টেকসহিতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সব স্তরের কর্মীদের যুগপৎ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নসহ সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়। সিসিডিএ বিশ্বাস করে প্রশিক্ষণ কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সংস্থার কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনিক দক্ষতা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। দীর্ঘ মেয়াদে সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি কর্মীকে বছরে অন্যূন দুইটি পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। মূলত সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে সিসিডিএ পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে মাইক্রোফিন্যান্স ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি, মাইক্রোফিন-৩৬০, স্মার্ট এন্টারপ্রাইজ, আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পেশাগত উৎকর্ষ অর্জন, ভ্যাট ও ট্যাক্স, নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ঝুঁকি ও খেলাপি ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অন্যতম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ তথ্য নিম্নরূপঃ

উপকারভোগি সদস্যদের প্রশিক্ষণ তথ্য		
ক্রমিক নং	**প্রশিক্ষণের নাম**	**প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা**
১.	প্রাণী সম্পদ লালন পালনে ঝুঁকি হ্রাস	১৮০জন
২.	হাঁস মুরগী প্রতিপালন	২৫জন
৩.	সবজি চাষ	২৫জন
৪.	গাভী প্রতিপালন	৬০জন
৫.	গরু মোটাতাজাকরণ	৮৫জন
৬.	ট্রেনিং অন ফ্ল্যাডপ্লেইন সেন্ট্রিক ইকো-ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট	৩২জন
৭.	পন্ড বেসিস বায়োফ্লক ফিস ফার্মিং	৭৪জন
৮.	ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার উৎপাদন	২৫জন
৯.	ট্রেনিং অন প্রি-রিকুইজিশন ফর এক্সেস টু দ্য প্রিমিয়াম মার্কেট	১২৭জন
১০.	পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট	১১৯জন
১১.	ওয়ার্কশপ অন গুড একুয়াকালচার প্রাক্টিসেস (জিএপি)	১৮৮জন
১২.	ট্রেইনিং অন ফিডিং টেকনিক	৪৬৩জন
১৩.	ফাইন্যান্স লিটারেসি	৭৭৯জন
১৪.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসার ধারাবাহিকতা	১১৯৯জন
মোট		**৩৩৮১জন**
কর্মী প্রশিক্ষণ তথ্য		
১.	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	৮৬ জন
২.	মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	৪ জন
৩.	শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ	৩৫ জন
৪.	স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০ জন
৫.	একাউন্টিং ফর নন-একাউনটেন্ট	১ জন
৬.	প্রকিউরমেন্ট এন্ড ইনভেন্টরী ম্যানেজমেন্ট	২ জন
৭.	রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টকিজ্ ইন এমএফআই'জ	১ জন
৮.	স্টাফ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেইনিং অন প্রজেক্ট এক্টিভিটিজ এন্ড ইম্লিমেন্টেশন পলিসিজ	৫১ জন
৯.	মাইক্রোফিন-৩৬০	১১১ জন
১০.	লিডারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনালস	১ জন
মোট		**৩০২ জন**

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

ছ) তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশনঃ

তথ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটালাইজেশন বিষয়টি আমাদের সমস্ত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথ্য প্রযুক্তি হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, সংরক্ষণ করতে পারি, প্রক্রিয়াজাত করতে পারি এবং তথ্য প্রদর্শন করতে পারি। ডিজিটালাইজেশন হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সহজ করতে পারি। তথ্য প্রযুক্তি বা ডিজিটালাইজেশন বিপ্লব পৃথিবীর আর্থিক সেবা খাতকে গভীরভাবে রূপান্তর করছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতকে এটি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। ফলশ্রুতিতে এমএফআই সংস্থাগুলিরও এটি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সেক্টরকে টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি নির্ভরতার কোন বিকল্প নেই। ডিজিটালাইজেশন মূলতঃ বহুবিধ প্রযুক্তির সমন্বিত বা একিভূত ব্যবহার প্রক্রিয়া যা সনাতন পদ্ধতিকে ক্রমাগত প্রচ্ছন্নগুহায় বিলীন করে দিচ্ছে। সিসিডিএ প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশনে অধিকতর সচেতন এবং দ্রুতলয়ে এর ব্যবহার বৃদ্ধি ও আত্মীকরণের চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে সিসিডিএ তাঁর পরিচালন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে আসছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট (এমএফআই) হিসেবে ইতোমধ্যে সিসিডিএ নিজস্ব কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। সংস্থার একাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম (এআইএস), ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস), পে-রোল ম্যানেজমেন্ট, ফিক্সড এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ভবিষ্য তহবিল ম্যানেজমেন্ট, আনুতোষিক তহবিল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এতে করে সময় ও আর্থিক ব্যয় তুলনামূলক সাশ্রয় হয়েছে। বর্তমানে যে কোন প্রতিবেদন দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে এবং সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে পরোক্ষ পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটেছে। এতে করে নানা ধরনের অনিয়ম বা বিচ্যুতি অনেকাংশে কমেছে। এনজিও সম্পর্কিত যেসব নিয়ন্ত্রনকারী বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান এনজিওদের ঝুঁকি নিরসনে ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা আরো বিভিন্ন প্রযুক্তি প্লাটফরম প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে সিসিডিএ সেগুলোর সাথে যুক্ত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

প্রযুক্তি নির্ভর এ্যাপ্লিকেশন, বিশেষত মোবাইল এ্যপস্ ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৎস্যসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মানোন্নয়নে, প্রতিদিনকার তথ্য-উপাত্ত জানতে এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সিসিডিএ বর্তমানে একাধিক বিশেষায়িত এ্যাপস ব্যবহার করছে। প্রযুক্তির আরো বিকাশ সাপেক্ষে ভবিষ্যতে সিসিডিএ গ্রাহকের সুবিধার্থে এটিএম, মোবাইল/টেলি ব্যাংকিং, ওয়েব ব্যাংকিং, এনিটাইম এনিহোয়্যার ব্যাংকিং পরিষেবা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিসন সিস্টেম (আইএসএস) একটি ওয়েব নির্ভর মনিটরিং টুল যা সিসিডিএ'র বহস্তরীয় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করে থাকে। ব্যবস্থাটি বর্তমানে সিসিডিএ'র পেপারবিহীন পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর

প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কর্মপরিকল্পনার দ্বারা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ হয়। সিসিডিএ প্রতিবছর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় একীভূত করে একটি কার্যকর কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের সংঘবদ্ধ রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নির্দিষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জন সহজ হয়। সংস্থার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১. ঋণ কার্যক্রমের পরিকল্পনাঃ

ক্রম. নং	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা	জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্থিতি	পরিকল্পনা	
				২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে একক বৃদ্ধি	মোট বৃদ্ধি
ক	**নতুন এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ**				
	জেলা সংখ্যা	১৩টি	১২টি	২টি	১৪টি
	থানা/উপজেলা সংখ্যা	৬০টি	৬৯টি	২১ট	৯০টি
	ইউনিয়ন সংখ্যা	৫৮০টি	৫৪২টি	৬৩টি	৬০৫টি
	গ্রাম সংখ্যা	৩,০৮৫টি	২,৬৭৪টি	২৯১টি	২,৯৬৫টি

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

খ	নতুন শাখা স্থাপন	১১০টি	৯৪টি	৩১টি	১২৫টি
গ	নতুন সমিতি সংখ্যা	১৮,৬৪০টি	৭,৬২৩টি *	২,৪৭৬টি	১০,২৯৮টি
ঘ	সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি	১,৮৫,৭৭৭ জন	১,৫২,২৮২ জন	৩৩,৭০০জন	১,৮৫,৯৮২ জন
ঙ	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি	১,৩৪,১১৮জন	১,০৬,২১৭ জন	৩০,০৫১ জন	১,৩৬,২৬৮ জন
চ	ঋণ কার্ক্রমে জনবল নিয়োগ	৭৫৫জন	৭৫০ জন	১২০ জন (মাঠকর্মী ৮০জন, শাখা ব্যবস্থাপক ৩০জন, এলাকা কর্মকর্তা ২জন, তথ্য প্রযুক্তি কর্মকর্তা ২ জন, অর্থ ও হিসাব কর্মকর্তা ২ জন, মানবসম্পদ কর্মকর্তা ২ জন, ঋণ কর্মকর্তা ২ জন)	৮৭০জন
ছ	সদস্য সঞ্চয় স্থিতি বৃদ্ধি (কোটি)	২১০.৬৯ কোটি	২১১.০০ কোটি	৩৪.৬৩ কোটি	২৪৫.৬৩ কোটি
জ	ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি (কোটি)	৬৩২.৯১ কোটি	৫৮৪.১৫ কোটি	১৮৯.৫১ কোটি	৭৭৩.৬৬ কোটি
ঝ	পিকেএসএফ থেকে গ্রহীত ঋণ (কোটি)	১১১.৫০ কোটি	১২৬.৭৭ কোটি	১৮.৭৩ কোটি	১৪৫.৫০ কোটি
ঞ	ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহীত ঋণ (কোটি)	১১০.৯৮ কোটি	১১০.২৩ কোটি	৭১.৪৮ কোটি	১৮১.৭১ কোটি
ট	ঝুঁকি তহবিল স্থিতি বৃদ্ধি (কোটি)	৩২.০২ কোটি	৩০.৭২ কোটি	৭.৩৭ কোটি	৩৮.০৯ কোটি
ঠ	ক্রমপুঞ্জিভুত উদ্বৃত্ত অর্জন	২০৪.০০ কোটি	১৯০.৫৫ কোটি	৮৩.৮০ কোটি	২৭৪.৩৫ কোটি

*পূর্বে কম্পোনেন্ট ভিত্তিক সমিতি থাকার কারণে সমিতির সংখ্যা বেশী ছিল। পরবর্তীতে অটোমেশনে সকল কম্পোনেন্টের একটি সমিতি নির্ধারণ করায় সমিতির অর্জন কমে গেছে।

২. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সক্ষমতা ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরীর লক্ষ্যে একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

৩. অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় আলোকিত করার উদ্দেশ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা;

৪. সব বয়সের নাগরিকের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আধুনিক হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা;

৫. দেশের যুবসমাজকে দক্ষ কর্মী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা;

৬. বহুমুখী, বাস্তব ও কর্মমূখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;

৭. দরিদ্র এলাকার মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের সুব্যবস্থার অংশ হিসেবে একটি ওয়াটার প্ল্যান্ট স্থাপন করা;

৮. 'জ্ঞানই আলো' এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্ম এলাকায় একাধিক পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করা;

৯. মুক্তিযুদ্ধ: স্মৃতি, গৌরব ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

১০. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র, নাটক, আর্টফ্লিম তৈরী করা;

১১. সিসিডিএ'র স্মৃতি ও তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা;

১২. আধুনিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবসায়িক কার্যকান্ড বা ই-কমার্স সেবা চালু করা;

১৩. সংস্থার কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ব্রান্ডিং কর্মসূচি গ্রহণ করা;

১৪. সংস্থার কার্যক্রমের গুণগতমান নির্ণয়, কার্যক্রমে নতুনত্ব ও শৈল্পিকতার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা সেল গঠন করা।

সমাপ্ত

সদস্য সচিব
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স

সভাপতি
সেন্টার ফর কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স